দারসুল জিহাদ (শিট নং ১)

জিহাদের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং জিহাদের অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তি নিরসণ

জিহাদের শাব্দিক অর্থ معنى الجهاد لغة

(ক) ইমাম ইবনে মানযুর বলেন,

والجهاد : المبالغة و استفراغ الوسع في الحرب، او اللسان، او ما اطاق من شئ

জিহাদ অর্থ হল, যুদ্ধক্ষেত্রে, তর্কক্ষেত্রে অথবা অন্য কোনভাবে সর্বশক্তি ব্যয় করা। [১]

(খ) বুখারীর ভাষ্যকর আল্লামা ক্বাসতাল্লানী রহ. বলেন,

الجهاد مشتق من الجهد: قال القسطلاني في ارشاد الساري: وهو مشتق من الجهد، وهو التعب و المشقة لما فيه من ارتكابها، او من الجهد وهو الطاقة لان كل واحد منهما بذل طاقته في دفع صاحبه

الجهاد জিহাদ শব্দটি নির্গত হয়েছে **الجهد** (জিমে পেশ সহকারে 'জুহদ') হতে। যার অর্থ হল, কঠোর পরিশ্রম করা, ক্লান্ত হওয়া, কষ্ট স্বীকার করা। এই অর্থ অনুযায় জিহাদকে জিহাদকে জিহাদ বলে এই নামকরণ করা হয়েছে যেহেতু জিহাদের মধ্যেও কষ্ট করতে হয়। অথবা **الجهد** (জিমে যবর সহকারে 'জাহদ') হতে। তার অর্থ হল শক্তি। এই অর্থ অনুযায়ী জিহাদকে জিহাদ বলে এই কারণে নামকরণ করা হয়েছে যেহেতু জিহাদের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য শক্তি ব্যয় করে থাকে।[২]

(গ) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন,

الجهاد بكسر الجيم، اصله في اللغة الجهد و هو المشقة

الجهاد শব্দটি (জিমে যের সহকারে) শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, কঠোর পরিশ্রম করা। [৩]

ইসলামের পরিভাষায় জিহাদের অর্থ

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। শাব্দিক অর্থে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা, কঠোর প্ররিশ্রম, ও শক্তি প্রয়োগ করা ইত্যাদিকে জিহাদ বলা হলেও ইসলামের পরিভাষায় জিহাদের ভিন্ন একটি অর্থ রয়েছে। আমরা এখন কুরআন এবং সহীহ হাদীসের আলোকে জানার চেষ্টা করব যে, সে বিষেশ অর্থটি কী? আর তা হল, আল্লাহর জমীনে আল্লাহর কালিমা বা তাওহীদের পতাক উড্ডীন করার জন্য এবং আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জান-মাল তথা সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করা।

---

[১]। লিসানুল আরবঃ ৩/১৩৫

[২] । ইরশাদুস সারী:৫/৩১, ফাতহুল মুলহিম:৩/৩

[৩] । উমদাতুল ক্বারীঃ ১৪/১১৫

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ রাসূল সা. এর মতে:

আমরা কোন প্রকার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত না করে প্রথমেই সরাসরি রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি জিহাদের অর্থ কী করেছেন। রাসূল সা. বলেন,

وما الجهاد قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم قيل فأى الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه (أحمد ، والطبرانى عن عمرو بن عباس ورجاله ثقات)

আমর ইবনে আবাসা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদ কী? রাসূল সা. ইরশাদ করলেন, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যখন তাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখী হয়। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, কোন জিহাদ সর্বোত্তম? রাসূল সা. ইরশাদ করলেন, ঐ ব্যক্তির জিহাদ সর্বোত্তম, যার ঘোড়া যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়েছে এবং সে নিজেও বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদাত বরণ করেছে।[৪]

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীনদের মতে:

(ক) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বুখারী শরীফের আরবী ভাষ্যকর ইমাম ক্বাসতাল্লানী রহ. বলেন,

قتال الكفار لنصرة الاسلام و اعلاء كلمة الله

‘ইসলামের সাহায্যার্থে ও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।[৫]

(খ) বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ফতহুল বারী’র রচয়িতা আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

وشرعًا بذل الجهد في قتال الكفار

অর্থ: ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ শব্দের অর্থ হল, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করা।[৬]

(গ) বুখারী শরীফের ভাষ্যকর হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা বদরুদ্দীন ‘আইনী রহ. বলেন,

وفي الشرع بذل الجهد في قتال الكفار لاعلاء كلمة الله تعالى

অর্থ: শরীয়াতের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয় আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত (দীনকে বিজয়ী) করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করা।[৭]

(ঘ) মেশকাত শরীফের প্রসিদ্ধ আরবী ভাষ্যকর, প্রখ্যাত হানাফী আলেম, আল্লামা মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

وشرعا بذل المجهود في قتال الكفار مباشرة أو معاونة بالمال أو بالرأي أو بتكثير السواد أو غير ذلك

[৪] । জামিউল আহাদীস: ১০১৪৪, আহমাদ: ১৭০২৭, তবারানী।

[৫] । ইরশাদুস সারী: ৫/৩১, ফাতহুল মুলহিম: ৩/২

[৬] । ফাতহুল বারী: ২/৪

[৭]। উমদাতুল কারী: ১৪/১১৫

অর্থ, শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সরাসরি অংশগ্রহণ করা অথবা অর্থ দিয়ে অথবা যে কোন উপায়ে সর্বশক্তি ব্যয় করা। [৮]

এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে কোন উপায়ে নিজের শক্তি-সামর্থ ব্যয় করারই হচ্ছে 'আল-জিহাদ'।

(ঙ) ইমাম রাগেব আসপাহানী রহ. বলেন,

والجهاد و المجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة الكفار

শক্রদের প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করাকে জিহাদ ও মুজাহাদ বলা হয়।

(চ) হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম, মিশকাত শরীফের আরবী ভাষ্যকর ইমাম শরফুদ্দীন হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আত-ত্বীবী রহ. বলেন,

جهده حمله فوق طاقته، والجهاد مصدر جاهدت العدو إذا قابلته في تحمل الجهد، إذا بذل كل منكما جهده أي طاقته في دفع صاحبه، ثم غلب في الإسلام علي قتال الكفار.

আল জিহাদ আরবী শব্দ الجهد থেকে নির্গত। যার অর্থ, সর্বশক্তি ব্যয় করে কোন কিছু বহন করা। 'আল-জিহাদু' শব্দটি (বাবে মুফাআলার) মাসদার। আরবীতে جاهدت العدو (জা-হাদ্‌তাল আদুওওয়া) তখন বলা হয় যখন, একে অপরকে প্রতিহত করতে গিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করে। পরবর্তীতে 'আল-জিহাদ' শব্দটি ইসলামের পরিভাষায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অর্থে প্রাধান্য লাভ করে। [৯]

অর্থাৎ, ইসলামের পরিভাষায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেই জিহাদ বলে।

জিহাদের পরিভাষিক অর্থ ফুকাহায়ে কেরামগণের মতে:

(ক) আলাউদ্দীন আবুবকর ইবনে মাসউদ আল-হানাফী রহ. বলেন,

وفي عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله – عز وجل – بالنفس والمال واللسان ، أو غير ذلك ، أو المبالغة في ذلك والله – تعالى – أعلم .

শরীয়াতের পরিভাষায় জিহাদ হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে জান-মাল-যবান ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বশক্তি ব্যয় করা। [১০]

(খ) হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম, ফতাওয়ায়ে শামীসহ বহু কিতাবের লেখক আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন,

---

৮ । মিরকাত:৭/২৬৭

9 | শরহে তীবী: ৭/৩২৫

10 | বাদায়েউস্ সানায়ে: ৭/৯৮

وبأنه: "الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله" [حاشية رد المحتار لابن عابدين (121/4)، وراجع كتاب فتح القدير

সত্য দীনে প্রতি আহ্বান করা এবং যে তা গ্রহণ করবে না তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়। ...[১১]

(গ) মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হাশিয়াতুস সাভী আল্‌শ শরহিস সগীরে' উল্লেখ করা হয়েছে,

وَاصْطِلَاحًا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : قِتَالُ مُسْلِمٍ كَافِرًا غَيْرَ ذِي عَهْدٍ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ حُضُورِهِ لَهُ أَوْ دُخُولِهِ أَرْضَهُ

ইবনু আরাফা রহ. বলেন, চুক্তিহীন কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলে। চাই তা আল্লাহর জমীনে আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য হোক অথবা তাদের মুসলিমভূখণ্ডে প্রবেশ করার কারণে হোক অথবা কাফেরদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে হোক। [১২]

(ঘ) হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণের মতে জিহাদরে সংজ্ঞা:

জিহাদ শব্দটি **جاهد** (জা-হাদা) মাসদার থেকে নির্গত। যার অর্থ শত্রুকে হত্যা করতে গিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করা। ইসলামের পরিভাষায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নাম জিহাদ।[১৩]

(ঙ) হানাফী মাযহাবের যুগশ্রেষ্ঠ আলেম পাকিস্তান শরীয়াহ আদালতের সাবেক চিফজাস্টিস, মুফতী শফী রহ. এর সুযোগ্য সন্তান, আল্লামা তকী উসমানী সাহেব তার যুগান্তকরী আরবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম' কিতাবের ৩য় খণ্ডের শুরুতে জিহাদ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেশ করেছেন। যা প্রতিটি মুসলিমের পড়া উচিৎ। সেখানে তিনি বিভিন্ন মুহাদ্দিসীনদের বক্তব্য তুলে ধরার পর তাঁর নিজের মন্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন,

واذا أردنا ان نلخص هذه التعبيرات وسعنا ان نقول ان الجهاد لا يختص بمباشرة القتل وانما هو كل جهد يبذل في سبيل الله اعلا ء كلمة الله وكسر شوكة الكفر والكفار سواء كان بالسلاح او بالمال اوبالعمل او بالقلم او باللسان ولكن كلمة الجهاد اذا اطلقت فانما يراد بها في الغالب جهد يبذل في قتال الكفار ولا تطلق على غيره الا بقرينة تدل على ذالك

আমরা যদি উপরের সংজ্ঞাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে বলতে পারি যে, জিহাদ সরাসরি শুধু যুদ্ধের সাথে খাস না। বরং আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য এবং কাফের ও কুফরের অহংকার, দম্ভ ও ক্ষমতাকে ধ্বংস করে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলপ্রকার প্রচেষ্টার নাম জিহাদ। চাই সেটা অস্ত্র দিয়ে হোক অথবা অর্থ দিয়ে হোক অথবা কলম দিয়ে অথবা মুখ দিয়ে বা যে কোন কাজের মাধ্যমে হোক। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় যখন জিহাদ শব্দটি সাধারণভাবে বলা হয় তখন শুধুমাত্র কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করাকেই বুঝায় (অন্য কোন অর্থ নয়)। অন্য কোন অর্থে ব্যবহার করতে হলে তার জন্য এমন কোন স্বতন্ত্র করীনা (বিশেষ লক্ষণ বা আলামত) প্রয়োজন হবে যা ঐ বিশেষ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে।[১৪]

---

[11] | রদ্দুল মুহতার: ৬/১৪৯৫

[12] | হাশিয়াতুস সাভী আলাশ শরহিস সগীর: ৪/২৯৮

[13] | আর রওযাতুল মুরাব্বা আলা মুখতাসারিল মুক্বন্না: ৫১

[14] | তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম: ৩/৫

জিহাদের অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তি

দীন কায়েমের সকল প্রচেষ্টাই কি জিহাদ?

কোন কোন বন্ধুকে বলতে শুনা যায় যে, اعلاء كلمة الله (ই'লায়ে কালিমাতদুল্লাহ) দীন কায়েম বা দীন প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে যে কোনপ্রচেষ্টাই জিহাদের অন্তর্ভূক্ত। বলা বাহুল্য: জিহাদ শব্দটি আভিধানিক অর্থে শরীয়তসম্মত সকল দীনী প্রচেষ্টাকেই বুঝায় যার বিস্তারিত আলোচনা আমরা শুরুতে করেছি। 'শরয়ী নুসূস' তথা কোরআন হাদীসের কোথাও কোথাও এই শব্দটি কাফেরদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করা ছাড়াও অন্যান্য দীনী মহেনতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু 'আল-জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' যা ইমলামী শরীয়াতের একটি পরিভাষা যার অপর নাম 'আল-কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ' বা কাফেরদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করা তা কখনো এই সাধারণ কর্মপ্রচেষ্টার নাম নয়। বরং ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ হল, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য, ইসলামের হিফাজত ও এর মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য, কুফরের গর্ভ ও অহংকারকে চুরমার করার জন্য এবং এর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে বিলুপ্ত করার জন্য কাফের-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা। যার বিস্তারিত আলোচনা 'ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ' শিরোনামে আমরা ইতিপূর্বে পেশ করেছি।

ফিকাহ ও ফাতাওয়ার কিতাবসমূহে এই জিহাদের বিধি-বিধানই বর্ণনা করা হয়েছে। সীরাত গ্রন্থসমূহে এই জিহাদেরই নববী যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন-হাদীসে জিহাদের ব্যাপারে যেই বড় বড় ফযিলাতের কথা বলা হয়েছে তা এই জিহাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে এবং এই জিহাদ করতে গিয়েই যারা শাহাদতের মর্যাদায় বিভুষিত হন তারাই হলেন প্রকৃত শহীদ।

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষা ও 'শরয়ী নুসূসসমূহ'-র উপর নেহাত যুলুম করা হবে যদি আভিধানিক অর্থের অন্যায় সুযোগ নিয়ে পারিভাষিক জিহাদের আহকাম ও ফাযায়েলসমূহকে দীনের অন্যান্য মেহনত ও কর্মপ্রচেষ্টার ব্যাপারে আরোপ করা হয়। এটা এক ধরণের تحريف المعاني (তাহরীফুল মাআনী) অর্থের বিকৃতি সাধন, যা থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুমিনের উপর ফরয। কেননা এটা কোন মুমিনের চরিত্র নয়। ব্যক্তিগত মতামত বা দলীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আল্লাহর কালামের অর্থ বিকৃত করা কাফের মুশরিকদের চরিত্র। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ

'তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার একটি অংশ তারা ভুলে গিয়েছে এবং আপনি তাদের খেয়ানত সম্পর্কে অবগত হতে থাকবেন, তাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া।' [১৫]

শরয়ী উসূল বা নিয়ম অনুযায়ী কোরআন সুন্নাহর আলোকে দীন কায়েমের জন্য রাজনীতি করা, তা'লীম, তাযকিয়া, দা'ওয়াত ও তাবলীগ, ওয়াজ নসীহাত ইত্যাদি করা 'আমর বিল মা'রুফ' সৎকাজের আদেশ ও 'নাহী আনিল মুনকার' অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার একটি নতুন পদ্ধতি হতে পারে। আর এসবই স্ব-স্ব স্থানে কাম্য বরং এসব কর্মপচেষ্টার প্রত্যেকটাই খেদমতে দীনের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এগুলোর ভিন্ন ফাযায়েল ভিন্ন আহকাম ও ভিন্ন মাসায়েল রয়েছে। এসবের কোনটিকেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। আবার কোনটাই এমন নয় যা পারিভাষিক জিহাদের অন্তর্ভূক্ত করা যায় বা তার ব্যাপারে জিহাদের ফাযায়েল ও আহকাম আরোপ করা যায়। এ বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন করা ও মনে রাখা নেহাত জরুরী। কেননা আজকাল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইসলামের বহু পরিভাষার মধ্যে পূর্ণ বা আংশিক তাহরীফের (বিকৃতিসাধন) প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেউ তাবলীগের

[15] | সূরা মায়িদা: ১৩

কাজকে জিহাদ বলে দিচ্ছেন, কেউ তাযকিয়া-আত্মশুদ্ধির কাজকে আবার কেউ রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা বরং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকেও জিহাদ বলে দিচ্ছে। কারো কারো কথা থেকে এমনও বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য রাজনীতির অন্ধ অনুসরণও জিহদের শামিল। (নাউযুবিল্লাহ)[১৬]

ইসলামে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নাকি শাব্দিক অর্থ গ্রহণযোগ্য?

যারা দা'ওয়াত, তাবলীগ, তা'লীম, তাযকিয়া, রাজনীতি, মিছিল-মিটিং সবকিছুকেই জিহাদ বলে চালিয়ে দেন তারা মূলত জিহাদের শাব্দিক অর্থের আশ্রয় নিয়ে কু-চতুরভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তাই আমরা ইসলামের অন্যান্য কিছু আমল নিয়ে আলোচনা করে দেখব যে, সেসকল ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা হয় না পারিভাষিক অর্থ।

সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত সকল ক্ষেত্রেই পারিভাষিক অর্থ গ্রহণযোগ্য। শাব্দিক অর্থ মুখ্য বিষয় নয়। صلاة (সালাত) এর শাব্দিক অর্থ দোআ, নিতম্ব হেলানো। আর ইসলামের পরিভাষায় صلاة হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু করে কিয়াম, রুকু, সেজদা, জলসা (বসা) ইত্যাদিসহ সালাম ফিরানো পর্যন্ত সম্পূর্ণ একটি বিশেষ ইবাদাতের নাম।

এখন সালাত শব্দ উল্লেখ করলে সাধারণ মুসলিমগণ সালাতের পারিভাষিক অর্থই বুঝে থাকে এবং বিশেষ নিয়মে ইবাদাতকারীকেই মুসল্লী বা সালাত আদায়কারী বলা হয়। শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী শুধু দোআ করাকে বা কিছুক্ষণ নিতম্ব হেলানোকে সালাত বলে না। আর এ কাজ যে করে তাকে কেই মুসল্লী বা সালাত আদায়কারী বলে না।

حج (হজ্জ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে القصد বা ইচ্ছা করা। কেউ যদি ঘরে বসে মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা করে তাকে কেউ হাজী বা হজ্জ আদায়কারী বলে না। বরং নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করাকেই 'হজ্জ' বলে আর ঐ কাজগুলো যে ব্যক্তি করে তাকে হাজী বলে।

الصوم শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। বহুবচন হল, الصيام। ইসলামের পরিভাষায় নিয়তসহ সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকাকেই 'সাওম' বলে এবং এই পুরো সময় যদি কোন ব্যক্তি উক্ত তিন কাজ থেকে বিরত থাকে তাহলে তাকেই সিয়াম পালনকারী বলা হবে। অথচ শাব্দিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে সামান্য সময় বিরত থাকাকেও সাওম বলা উচিৎ। মোট কথা এসব ক্ষেত্রে সকলেই পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করেছে। এগুলোর শাব্দিক অর্থ কী তা অনেকেই জানে না বা জানার চেষ্টাও করে না।

কেবল মাত্র জিহাদের বিষয়টিই এর ব্যতিক্রম। যারা আরবী জানে না তারাও এর শাব্দিক অর্থ জানার চেষ্টা করে। বিশেষ করে পীরের মুরিদ, প্রচলিত তাবলীগ জামাতের সাধারণ চিল্লাওয়ালা, রাজনৈতিক দলের সাধারণ কর্মী সকলেই নিজ নিজ কর্মকে জিহাদ বলে আখ্যায়িত করে। কেউ নফসের জিহাদ, কেউ কলমের জিহাদ, কেউ যিকরের জিহাদ, কেউ বক্তৃতা-বিবৃতি ও মিছিলের জিহাদ আবর কেউ দীর্ঘ বয়ান করে মুরগির রান চিবায় আর বলে যে, এটাও একটা জিহাদ। কারণ এতেও কষ্ট কম করা হচ্ছে না। মেয়েলোক বাচ্চাকে দুধ পান করায় আর বলে, এটাও জিহাদ। আবার কেউ কেউ স্ত্রীসহবাস করে আর বলে এটাও জিহাদ। এভাবে জিহাদ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য জিহাদের শাব্দিক অর্থকে কেন্দ্র করে চক্রান্ত করা হয়েছে। অথচ মুহাদ্দিসীনে কেরামগণ সকলেই

[16] | কিতাবুল জিহাদঃ ৩৬

হাদীসের কিতাবে জিহাদের অধ্যায়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হাদীসগুলোই বর্ণনা করেছেন। নফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ, বক্তৃতার জিহাদ বিষয়ক কোন হাদীস সেখানে উল্লেখ করেন নি।

মদীনার অলি-গলিতে যখন حي على الجهاد এর আযান (ঘোষণা) দেওয়া হত, তখন সাহাবায়ে কেরাম পাগড়ী আর জায়নামায নিয়ে যিকির আর নফসের জিহাদ করার জন্য ছুটে আসতেন না; বরং তারা লোহার পোষাক পরে, হাতে তীর-ধনুক, তরবারী আর বর্শা নিয়ে উটে বা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করার জন্য ছুটে আসতেন। সুতরাং জিহাদ বলতে সাহাবায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসীনে কেরাম, ফকাহায়ে কেরাম ও সকল সালাফে সালেহীনগণ যে অর্থ বুঝেছেন সেটাই জিহাদের সঠিক অর্থ।

আরবদের এ এক সৌভাগ্য যে, সেখানকার সরকারপন্থী আলেমরা জিহাদভিত্তিক ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের নিবৃত্ত করার জন্য আজ পর্যন্ত অনেক কৌশল অবলম্বন করলেও জিহাদের অর্থ বিকৃত করার মত বোকামীপূর্ণ কৌশল এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। তারা কোরআন হাদীসকে পাশ কাটিয়ে জিহাদ এখন ফরয নয়, উচিৎ নয় বা আমাদের জিহাদ করার মত শক্তি-সামর্থ কোথায় ইত্যাদি বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে ঠিকই। তবে জিহাদের অপব্যাখ্যা করে নিজেদেরকে মুজাহিদ বলে দাবী করে না। ইসলামে জিহাদের পারিভাষিক অর্থ 'কাফের মুরতাদদের বিরুযদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা' এই বিগত চৌদ্দশত বছর ধরে আরবী কিতাবসমূহে এই অর্থই উল্লিখিত হয়েছে আসছে। এমনকি আপনি এ যুগে লিখিত যে কোন আরবী অভিধান খুলে দেখুন এ কথা স্বচক্ষে দেখতে পাবেন।

আফ্রিকা বা অন্যান্য দেশের কথা জানি না। তবে আমাদের উপমহাদেশে যে অনেক দিন থেকে জিহাদের অর্থ বিকৃত করা হচ্ছে তা জানতে পেরেছি। উপমহাদেশে যেহেতু অনারবভাষী এবং দীর্ঘকাল থেকে আজ পর্যন্ত শাসন, বিচার ও শিক্ষাব্যবস্থা খ্রিষ্টান ও ইংরেজদের আদর্শ ও ধ্যানধারনা কর্তৃক পরিচালিত সেহেতু এ দেশের মুসলিমদের কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞান অপূর্ণ থাকাই স্বাভাবিক।

উপমহাদেশের যেসব লেখকরা জিহাদের বিভিন্ন অর্থ করে 'শসস্ত্র যুদ্ধ'কে জিহাদের সর্ব শেষ স্তর বলে প্রচার করে বেড়ান তারা কোরআনের সে তিনটি আয়াত দ্বারাই হয়ত বিভ্রান্ত হয়ে আছেন যেগুলোতে 'জিহাদ' থেকে শসস্ত্র যুদ্ধ না হওয়াটাই বুঝায়। এ তিনটি আয়াত হল,

وَ جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ

তোমরা আল্লাহর জন্য শ্রমস্বীকার কর, যেভাবে শ্রমস্বীকার করা উচিৎ। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি।[১৭]

দ্বিতীয় আয়াতটি হল,

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿۵۲﴾

আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না। এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন।[১৮]

তৃতীয় আয়াতটি হল,

---

[17] | সূরা হজ্জ: ৭৮

[18] | ফুরকান: ৫২

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়নদের সাথে আছেন।[১৯]

এ আয়াত তিনটিতে جاهدوا (জা-হিদু) 'জিহাদ কর' বলতে শাব্দিক জিহাদ অর্থাৎ, সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম করাকে বুঝানো হয়েছে। আমরা তাদের এ বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য বলতে চাই উপোরোল্লিখিত আয়াতসমূহে জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য ইসলামের চিরন্তন স্বতন্ত্র বিদান ও সর্বোচ্চ চূড়া 'জিহাদ' নয় তা ঠিক। বরং তাতে জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য তার শাব্দিক অর্থ 'প্রচেষ্টা'। বিষয়টা ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের দ্বিতীয় স্তম্ভ 'সালাত'-র সাথে উদাহরণ দিয়ে বুঝালে আরো সহজ হয়ে যাবে। সালাত শব্দটি কোরআনের তিনটি জায়গায় ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে তা প্রদান করা হলঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾

আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনো সালাত (দোআ) পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও। বস্তুত তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।[২০]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۭ

আর আপনি তাদের জন্য সালাত (দোআ) করুন। নি:সন্দেহে আপনার সালাত তাদের জন্য শান্তনাস্বরূপ। [২১]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۗىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَي النَّبِيِّ ۭ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٦﴾

আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর প্রতি সালাত (দোআ) কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।[২২]

এ আয়াতগুলোতে সালাত এসছে 'রহমাত কামনা' অর্থে।

উপরোক্ত তিনটি আয়াতে সালাত শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বলে কি একথা বলা কি কারো জন্য জায়েয হবে যে, 'তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু ও সালাম দিয়ে শেষ করা'-র সালাত হল সালাতের সর্বোচ্চ স্তর। একমাত্র সালাত নয়। শব্দের শাব্দিক অর্থ ও ইসলামী পারিভাষিক অর্থের মাঝে পার্থক্য তুলে দেওয়া কি কোন দায়িত্বশীল জ্ঞানী লোকের কাজ?

---

[19] আনকাবুত: ৬৯

[20] | তাওবাহ: ৮৪

[21] | তাওবাহ: ১০৩

[22] আহযাব: ৫৬

আল্লাহ সুব. ইরশাদ করেন,

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكۡرِىۡ ﴿۱۴﴾

তুমি আমাকে স্মরণ করার জন্য সালাত কায়েম কর।[২৩]

তাই যকিরী নামের একটি দল (পাকিস্তানে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে) এ আয়াত দ্বারা দলীল দেয় যে, আমাদের জন্য তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু করা ও সালাম দ্বারা শেষ করা সালাতের দরকার নেই। আমরা সবসময় সালাত কায়েমের উদ্দেশ্যে আল্লাহর স্মরণ করতে অভ্যস্ত। কোরআন সুন্নাহর যথাযথ জ্ঞান ও ইসলামের জন্য ত্যাগী মনোভাবের অভাবের কারণেই এরা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

তাছাড়া জিহাদের অনুশীলনের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর অসংখ্য নিষ্পাপ ইবাদতকারী ফেরেশ্তা থাকা সত্ত্বেও পাপকারী মানুষকে কেন সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়টির মাহত্ম্য বুঝা অপরিহার্য। আমরা সাধরণত মনে করি, আল্লাহ মানুষকে একমাত্র ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কারণ আল্লাহ তাআলা কোরআনের সূরা যারিয়াতের ৫৬নং আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقۡتُ الۡجِنَّ وَالۡاِنۡسَ اِلَّا لِیَعۡبُدُوۡنِ ﴿۵۶﴾

আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিনজাতি সৃষ্টি করেছি।[২৪]

কিন্তু আমরা কোরআনের সেসব আয়াতের কথা আলোচনা করি না, যেসব আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরো কিছু ভিন্ন উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। যেমন 'তিনি মানুষকে তাদের কে ভাল কাজ করে আর কে খারাপ কাজ করে তা পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।' এ ধরনের আয়াত কোরআন মাজীদে অনেক আছে। উদহারণসরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল।

প্রথম আয়াতঃ

وَهُوَ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ فِیۡ سِتَّۃِ اَیَّامٍ وَّکَانَ عَرۡشُہٗ عَلَی الۡمَآءِ لِیَبۡلُوَکُمۡ اَیُّکُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ

তিনিই আসমান ও জমীন ছয় দিনে তৈরি করেছেন। তার আরশ ছিল পানির উপরে। তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তেমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে।[২৫]

দ্বিতীয় আয়াতঃ

اِنَّا جَعَلۡنَا مَا عَلَی الۡاَرۡضِ زِیۡنَۃً لَّہَا لِنَبۡلُوَہُمۡ اَیُّہُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ﴿۷﴾

আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে।[২৬]

23| ত্বহাঃ ১৪

24 | যারিয়াতঃ ৫৬

25 | হুদঃ ৭

তৃতীয় আয়াত:

الَّذِیۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَیٰوۃَ لِیَبۡلُوَکُمۡ اَیُّکُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ وَ ہُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡغَفُوۡرُ ۙ﴿۲﴾

যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে, কে তোমদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। [২৭]

এসব আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মানুষকে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মত ইবাদাত করতে (যে ইবাদত করতে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে হয় না) করার জন্য সৃষ্টি করেন নি। বরং মানুষের ইবাদত হচ্ছে কষ্টের ইবাদত, ত্যাগের ইবাদত, পরীক্ষার ইবাদত। আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করতে চান যে, কে তার জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করে? এ ত্যাগের সীমানা ইচ্ছার বিরুদ্ধে সালাত, সওম ও হজ্জ পালন করা; সুদ, ঘুষ, মিথ্যা ও ব্যাভিচার থেকে বাঁচা এবং আল্লাহর জন্য নিজের সম্পদ ও প্রাণ বিসর্জন দেওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। পরীক্ষা, ,কষ্ট ও ত্যাগ মুমিনের জীবনের নিত্যসঙ্গী। জান্নাত প্রাপ্তির লোভ ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার আশাই তাদেরকে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করতে সাহায্য করে।

আর এ বিষয়টা একেবারে সহজবোধ্য যে, যে ইবদতে কষ্ট যত বেশি সে ইবাদতের পুরষ্কার আল্লাহর কাছে ততই বড়। আর একথাও সত্য যে, যে ইবাদতে ত্যাগ যত বেশি সে ইবাদত থেকে মানুষ তত বেশি দূরে থাকতে চাইবে। এটা মানুষের স্বভাব। আল্লাহ চান মানুষ এ স্বভাবকে পরাজিত করে তার জন্য ত্যাগের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত পেশ করুক। তাই বলা হয়েছে,

کُتِبَ عَلَیۡکُمُ الۡقِتَالُ وَ ہُوَ کُرۡہٌ لَّکُمۡ ۚ

তোমাদের জন্য কিতাল ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমদের কাছে অপছন্দনীয়।[২৮]

কথাটি আল্লাহ তাআলা নবীদের পর সবচেয়ে মজবুত ঈমানের অধিকারী সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। যারা সারক্ষণ জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ থাকতেন। শাহাদাতের তামান্নাই ছিল যাদের সবচেয়ে বড় কামনা। তাদেরকেই বলেছেন, ‘কিতাল তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।’ তাহলে সেই কিতাল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চৌদ্দশত বছর পরে এসে মুসলিম জাতি কতপ্রকার অজুহাত ও বিভ্রান্তির শিকার হতে পারে এবং কত প্রচুর লোক ঐ ভিত্তিহীন অজুহাত ও বিভ্রান্তির শিকার হতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহর জন্য মসর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার তথা জিহাদ ব্যতীত কোন মুসলিমের ঈমানের দবী যে, ১০০% (হ্যান্ড্রেড পার্সেন্ট) সত্য হতে পারে না তা পবিত্র কোরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

قُلۡ اِنۡ کَانَ اٰبَآؤُکُمۡ وَ اَبۡنَآؤُکُمۡ وَ اِخۡوَانُکُمۡ وَ اَزۡوَاجُکُمۡ وَ عَشِیۡرَتُکُمۡ وَ اَمۡوَالُۨ اقۡتَرَفۡتُمُوۡہَا وَ تِجَارَۃٌ تَخۡشَوۡنَ کَسَادَہَا وَ مَسٰکِنُ تَرۡضَوۡنَہَاۤ اَحَبَّ اِلَیۡکُمۡ مِّنَ اللّٰہِ وَ رَسُوۡلِہٖ وَ جِہَادٍ فِیۡ سَبِیۡلِہٖ فَتَرَبَّصُوۡا حَتّٰی یَاۡتِیَ اللّٰہُ بِاَمۡرِہٖ ؕ وَ اللّٰہُ لَا یَہۡدِی الۡقَوۡمَ الۡفٰسِقِیۡنَ ﴿۲۴﴾

বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভাই-বোন, তোমাদের পত্নী, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-

[26]| কাহফ: ৭

[27] | মুলক: ২

[28] | বাকারা: ২১৪

আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।[২৯]

আয়াতে জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য যে, সালাত, সাওম, হজ্জ, বা বর্তমান যুগের মিছিল-মিটিংয়ের জিহাদ নয়, তা কথার ভঙ্গিতেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। কারণ, এসব করতে গেলে প্রাণ তো দূরের কথা উল্লিখিত প্রিয় আটটি বস্তুর কোনটিই স্বাভাবিকভাবে হারানোর আশংকা থাকে না। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন,

عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق »

যে ব্যক্তি কখনো জিহাদ করল না বা (জিহাদের ক্ষেত্র না থাকায়) তার অন্তরে জিহদ করার প্রেরণা সৃষ্টি হল না, সে মুনাফেকীর একটি শাখা ধারণ করে মরল।[৩০]

এ হাদীসেও জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য শাব্দিক জিহাদ নয়, তাও সুস্পষ্ট। কারণ, মুমিনের জীবন স্বভাবতই (একদিন বেঁচে থাকলেও) এমন অবস্থায় কাটে না যে তার পক্ষে শাব্দিক জিহাদ (সালাত, সাওমসহ যাবতীয় চেষ্টাসাপেক্ষীয় ভাল বিষয়) চর্চা সম্ভব হয় না। কারণ, এসব করতে শত্রুর প্রয়োজন হয় না। তাই সবসময় করা যায়। এর বিপরীত হল জিহাদ। শত্রু ছাড়া তা কল্পনাও করা যায় না। মুসলিমদের জীবনে শসস্ত্র জিহাদ যে একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা এই হাদীস থেকে বুঝা যায়। কারণ হাদীসে বলা হচ্ছে যে, জিহাদের ক্ষেত্র দৃশ্যমান না থাকলেও কোথায় গিয়ে জিহাদ করা যায় তাও ভাবতে হবে। অর্থাৎ, মনে মনে চিন্তা করতে হবে কোথায় গিয়ে জিহাদ করা যায়। এতটুকু চিন্তা না করে মারা গেলে মুনাফেকীর একটি শাখা ধারণ করে মারা গেল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

[2929] | তাওবা: ২৪

[30] | আহমাদ: ৮৮৫২, মুসলিম: ১৯১০, আবু দাউদ: ২৫০২, বুখারী ফী তারিখিল কাবীর:, নাসায়ী:৩০৯৭, আবু আওয়ানাহ: ৭৪৫১, হাকেম: ২৪১৮, বাইহাকী: ১৭৭২০